আলমডাঙ্গায় বিদায়ী সুরে ঢাকের সাথে উলুধ্বনিতে দূর্গার বিসর্জন

আলমডাঙ্গায় মেঘলা আকাশে মাঝারি বৃষ্টিতে মা দূর্গার বিদায়ী সুরে ঢাক আর উলুধ্বনিতে বিসর্জন দিয়েছে মা দূর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা।

বিজয়া দশমী সিঁড়ির খেলার শেষে বিদায়ী করুন সুরে মা দূর্গার প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে আলমডাঙ্গা সহ সারাদেশে। শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন বিজয়া দশমী। মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তরা আজ দেবী দুর্গাকে সিঁদুর দিয়েছেন। খেলেছেন সিঁদুর খেলা।আজ দুপুরের পর আরতি, শোভাযাত্রাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

আজ সকালে মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে দেখা যায়, পূজার প্রস্তুতি নিয়ে ভক্তরা দলে দলে মণ্ডপে জড়ো হচ্ছেন। সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে শুরু হয় বিজয়া দশমী বিহিত পূজা। পূজা শেষে ভক্তরা দেবীর দর্পণ বিসর্জন করেন। শাস্ত্রমতে দেবীর দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। মা বিদায় নিয়েছেন। তারপর ভক্তরা অঞ্জলি দিয়েছেন। ভক্তরা মাকে সিঁদুর দিয়েছেন ও সকল বিবাহিত নারী ও নারীদের স্বামীর মঙ্গল কামনায়,দীর্ঘায়ু জীবনের আশায় সিঁদুর দিয়েছেন, যাকে আমরা বলি সিঁদুর খেলা। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় জানিয়েছেন। পূজার পর অঞ্জলি দেওয়া শুরু হয় গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। এ সময় ভক্তদের জন্য হাতে হাতে অঞ্জলির ফুল দেওয়া হয়। ফুল হাতে পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা মন্ত্র বলেন। মন্ত্র পাঠ শেষে ভক্তরা অঞ্জলির ফুল তুলে দেন। তখন উলুধ্বনি বাজিয়ে মা দুর্গাকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়।

স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পূজা মন্ডপে এসেছেন অমল কুমার বিশ্বাস। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন ‘মায়ের আশীর্বাদে সবার জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, সুখ আর সমৃদ্ধি। অন্যায়ের অন্ধকার দূর হোক, সত্য ও ন্যায়ের আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে। মায়ের কাছে এই প্রার্থনাই করেছি।’

স্ত্রী কন্যাকে সাথে নিয়ে বিজয়ার অন্তিম দিনে পূজা মন্ডপে এসেছেন এসিআই ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি সুজিত কুমার শীল।তিনি বলেন বলেন,

‘ধর্ম, বর্ণ–নির্বিশেষে সবার জন্য মা দুর্গার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছি। যাতে সবার মঙ্গল হয়। এ বছর পূজা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মোট ৩৫ টি পূজা মন্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রতিমা স্থান পেয়েছে।কালীদাসপুর পূজা মন্ডপে এক অনান্য নজীর সৃষ্টি করেছে।সাম্প্রতিক সম্প্রতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মন্ডপের পাশেই রয়েছে মসজিদ। শুধুমাত্র একটি পাঁচ ইঞ্চির প্রাচীর আলাদা করেছে দুই ধর্মের মানুষকে।কিন্তু পূজার সকল কর্ম,যেমন মন্ডপ তৈরি,আলোকসজ্জা,নিরাপত্তা ব্যাবস্থা সকল কাজই করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

এছাড়াও রথতলা,হরিতলা,আনন্দধাম,স্টেশন পাড়ায় খুব ধূমধাম করে প্রতিবছর শারদীয় দুর্গোৎসবের পালন করা হয়।আলমডাঙ্গায় কোল ভীল,ব্যাদ সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ বসবাস করে।এই শারদীয় দুর্গোৎসবে তাদের ভক্তি সাধনার অজ্ঞলি আর নৃত্য গানে ভরে উঠে আকাশ বাতাস।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপন

আলমডাঙ্গায় বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উই ফর অল এর আয়োজনে আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সম্মেলন কক্ষে নবীন-প্রবীণদের অংশগ্রহণে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান “আড্ডা”র আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবীণ ও নবীনরা অংশগ্রহণ করে এ আয়োজনে। উই ফর অল এর চেয়ারম্যান ডা. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে, প্রবীণ সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজমের উপস্থাপনায় মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাস্টার, মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর জব্বার, সাবেক ফুটবলার আমিনুর ইসলাম বাবলু, সাবেক শিক্ষক ওয়াজেদ আলী মাস্টার,

গাংচিল সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হাবিবুর রহমান মজুমদার, আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম, সাবেক আবাসিক প্রকৌশলী মো. গোলাম নবী, প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মো. গোলাম সরোয়ার মোল্লা।

নবীনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হক শাওন, আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম পিন্টু, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক খায়রুল ইসলাম, মানবাধিকার কর্মী হাবিবুর রহমান, তরুণ সমাজকর্মী শরিউতুল্লা আলিফ, সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম রোকন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রবীণ-নবীনের মুক্ত আলোচনায় দারুণ আবহ তৈরি হয়। প্রবীণরা তাদের বক্তব্যে বলেন, ধনী-দরিদ্র সর্বশ্রেণীর প্রবীণরা আজ গৃহে থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বোঝায় পরিণত হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, বসবাসের জন্য আলাদা বাসস্থান করে দিতে হবে। বিশ্বের সকল উন্নত দেশ যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানিতে প্রবীণদের জন্য জীবনযাপনকে সহজ করতে সকল ব্যবস্থা আছে। সেই সকল সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশে যতদিন নিশ্চিত করতে না পারবে, ততদিন আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে দাঁড়াতে পারব না।

আলমডাঙ্গা নানবারে পাটকাঠির গোডাউনে আগুন

আলমডাঙ্গা নানবারে পাটকাঠির গোডাউনে আগুন লেগে ৬ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা গাংনী ইউনিয়নের নানবার গ্রামের আব্বাস আলির ছেলে আকরাম হোসেনের বাড়ি সংলগ্ন পাটকাঠির গোডাউনে আগুন লেগে যায়। গতকাল বুধবার সকাল ৮টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বৃহত্তর কুষ্টিয়ার জনপদে ধান পাট ভুট্টা সবজির সাথে পাল্লা দিয়ে

পানের চাষ করে থাকে কৃষকরা।এই পান চাষের জন্য পানের বরোজ তৈরি করতে পাটকাঠির প্রয়োজন হয়।তাই পাটকাঠি বর্ষার পরে সঞ্চয় করে রাখে পাটকাঠি ব্যাবসায়ীরা।

এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর অসাবধানতার জন্য আগুন ধরে যায় বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। ঘটনাস্থলে প্রত্যেকদর্শী পাটকাঠি ব্যাবসায়ী মোমিন হোসেন বলেন “আকরাম হোসেনের পাটকাঠির গোডাউনে মোট ২৮০০ আঁটি পাটকাঠি মজুত ছিল।যার আনুমানিক মূল্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা।””

সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের টিম প্রায় ৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও আসমানখালি পুলিশ ক্যাম্পে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

আলমডাঙ্গায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে নিজ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হামলায় জখম হয়েছেন দুই ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (০১ অক্টোবর) সকালে।

আহতরা হলেন ফুলবগাদি গ্রামের মোনর আলীর দুই ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০) ও সাইফুল ইসলাম (৪৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মোতালেব ও সাইফুল নিজ জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজ করছিলেন। এ সময় প্রতিবেশী আসাদ ও তার সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।

আহত সাইফুল ইসলামের স্ত্রী নাসিমা খাতুন জানান, “নিজ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী আসাদ ওরফে সোলাইমানদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তারা বলে, জমিতে বেড়া দিলে ফসল ফলাতে সমস্যা হবে। আমি জানাই, ফসল ফলানোর সময় বেড়া সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপরও

তারা গালিগালাজ ও হত্যার হুমকি দেয়। বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়েছিল।”

তিনি আরও বলেন, “এরই জেরে আজ সকালে আমার চাচাতো দেবর মুজিবর, সিদ্দিক, নূর ইসলাম, আসাদ ওরফে সোলাইমান, সাব্বিরসহ কয়েকজন লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমার স্বামী ও দেবরকে কুপিয়ে জখম করে। আমি প্রতিবাদ করলে আমাকেও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।”

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইসরাত জেরিন জেসি বলেন, “দুজনের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অপরজনকে ভর্তি রাখা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “ঘটনাটি শুনেছি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

আলমডাঙ্গা বেলগাছিতে জামায়াতের পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের পূর্বপাড়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল মঙ্গলবার এই সভা অনুষ্টিত হয়েছে। উক্ত পথসভায় সভাপতিত্ব করেন, বেলগাছি গ্রামের ৯ নং ওয়ার্ড সভাপতি আনিসুর রহমান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এবং মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি বলেন, “ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের জন্য আমি আপনাদের সন্তান হিসেবে দোয়া চাই।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচন পরিচালক ও জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু, জেলা আইন হলুদ বিষয়ক সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দারুস সালাম, উপজেলা আমীর ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আলহাজ মেহেদী হাসান, শফিউজ্জামান মিঠু, ইউনিয়ন সভাপতি আমান উদ্দিন, সহ-সভাপতি মাওলানা শহিদুল হক, ইউনিয়ন সেক্রেটারি মাওলানা শওকত আলী, ইউনিয়ন নির্বাচন বিভাগের পরিচালক জহিরুল ইসলাম মজনু, ইউনিয়ন সরকারি সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার, ফরিদপুর ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আহসান হাবিব, কাশিপুরে সভাপতি আতিয়ার রহমান, কেদারনগরের সভাপতি লুৎফার রহমান, বেলগাছি গ্রামের ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি রওশন শেখ, ৮ নং ওয়ার্ড সভাপতি আলাইহিম, যুব বিভাগের সভপতি শরিফুল ইসলাম শরীফ, সেক্রেটারি সাব্বির আহমেদ, শ্রমিক কল্যাণের ইউনিয়ন সভাপতি বেলগাছি আশরাফুল আলম, গ্রাম কমিটির সভাপতি খোকন মাসুদ, ডামোশ গ্রাম কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ফরিদপুরের সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, ১নং ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম মনি,২নং ওয়ার্ড সভাপতি আহসান হাবীব, শ্রমিক কল্যাণের সভাপতি বাবলুর রহমান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় তক্কেল সাধুর ১৫ তম তিরোধান দিবস পালিত

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি_ এই প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে আলমডাঙ্গায় তক্কেল সাধুর ওফাত দিবস উৎযাপন উপলক্ষে ২ দিন ব্যাপি শুভ সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে । আলমডাঙ্গায় প্রয়াত বাউল সাধক তক্কেল ফকিরের ১৫ তম ওফাত দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল দিনব্যাপী জামজামি তার নিজ আখড়াবাড়িতে সাধু সঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা চরপাড়া গ্রামের লালন ঘরোনার বাউল সাধক ইনতাজ শাহের ভক্ত ছিলেন এই তক্কেল সাধু। এই সাধু সঙ্গ অনুষ্ঠানে এলাকায় বহু সনামধন্য গুনী শিল্পী সাধকেরা সংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সাত্তার শাহ, আশকার শাহ, জফের শাহ, আমিরুল শাহ, রহমান শাহ, দয়াল শাহ সহ আরো অনেক বাউল সাধু গুরু উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি ২০১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮০ বছর।

আলমডাঙ্গায় পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে শামসুজ্জামান দুদু

আলমডাঙ্গায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের দুইবারের সাবেক সংসদ সদস্য শামসুজ্জামান দুদু স্থানীয় পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

তিনি পূজামণ্ডপে উপস্থিত থেকে সংখ্যালঘু সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আশ্বস্ত করেন।

এ সময় তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছিল। তেমনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠিত হবে। আপনারা নির্বিঘ্নে দুর্গোৎসব পালন করবেন। পুলিশ প্রশাসন সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট আছে।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, অ্যাডভোকেট শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার সকল পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে রাসেল

আলমডাঙ্গা পৌর সভার ঐতিহ্যবাহী রথতলা দূর্গামন্দির সহ পৌর সভার সকল পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থী এডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলাম ক্ষমতায় আসলে সকল ধর্মের মানুষ সমানভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব নির্বিঘ্নে উৎযাপন করতে পারবে। পৃথিবীতে ইসলাম একমাত্র ধর্ম যেখানে সকল শ্রেণির মানুষ সমান ভাবে সকলের ধর্ম পালন করতে পারে। সংখ্যালঘু হিন্দু সনাতনীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আপনাদের পাশে থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।

আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আইন আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুসসালাম, যুব বিভাগের সম্পাদক নূর মোহাম্মদ টিপু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ওসমানপুরে বিএনপি’র মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে ওসমানপুর গ্রামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, মোঃ হাবিল শেখ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ

মিয়া। সঞ্চালনায় ছিলেন, ফিরোজ মাস্টার। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা মজিবর রহমান সামসুল, জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র পরিষদের আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আল-আমিন বিশ্বাস হিমেল, আব্দুল আল-মামুন বিপ্লব, ডা. জামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র পরিষদের হারদী ইউনিয়ন সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, ছানোয়ার মাস্টার, আমছার, শাহিন, মকছেদ মাস্টার, সোহাগ রানা, ডাবলু, রিকন আলী, স্বাধীন, ইবাদত, আক্কাস, তালাল, কুদরত, মিনারসহ স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল লতিফ মিয়া বলেন, “নমিনেশন যেই নিয়ে আসুক, আমরা সবাই এক হয়ে ধানের শীষকে শক্তিশালী করবো। এখানে কোনো গ্রুপিং থাকবে না। বিএনপি ঐক্যবদ্ধ থাকলেই বিজয় নিশ্চিত।” অন্যান্য বক্তারাও একই সুরে বলেন, বিএনপি’র ভেতরে বিভক্তি বা গ্রুপিং নয়, বরং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলেই আসন্ন আন্দোলন ও নির্বাচনে ধানের শীষের জয় সম্ভব।

আলমডাঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য আড্ডা

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সাহিত্য পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য কবি সাইদুর রহমানের ঘরে আয়োজিত সাহিত্য পাঠের আসরে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ওমর আলী মাস্টার। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আসিফ জাহান।

কবি সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, কবি জামিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান আলোচক কবি আসিফ জাহান বলেন, সাহিত্য বলতে লিখিত বা মৌখিক শিল্পকে বোঝায়, যা মানবজীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ করে। এটি কেবল একটি শব্দ বা বাক্য নয়; বরং কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটকসহ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়, কুসংস্কার দূর করা হয় এবং মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা হয়।

প্রধান অতিথি ওমর আলী মাস্টার বলেন, সাহিত্যকে শিল্পের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি মানব ও সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি, যা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও সংগ্রামকে তুলে ধরে। সাহিত্য মানুষের চিন্তাভাবনা, আবেগ-অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকাশ। সমাজের অসঙ্গতি, অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার একটি শক্তিশালী মাধ্যম সাহিত্য। এটি পাঠককে চিন্তা করতে শেখায়, কুসংস্কার দূর করে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবি হামিদুল ইসলাম বলেন, সাহিত্য মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে। কবিতা বা গান হলো ছন্দবদ্ধ রচনা, যা কবির সংক্ষিপ্ত অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশ। নির্দিষ্ট সুর, তাল ও লয়ে উচ্চারিত ছন্দবদ্ধ রচনা বা সংগীত। নাটক বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখা একটি সুসংগঠিত আলোচনা যা অভিনয়ের জন্য রচিত হয়ে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। উপন্যাস হলো মানবজীবন ও সমাজকে কেন্দ্র করে লেখা একটি দীর্ঘ কাহিনি।